সার্কুলার নং-বিজিএ/কাস/২০২৬/১৭১ তারিখঃ ৩০ জুন, ২০২৬

সম্মানিত সকল সদস্যের জন্য

বিষয়ঃ অনাদায়ী ঋণ আদায়/সমন্বয়ে বিশেষ এক্সিট সংক্রান্ত নীতিমালা প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ বিআরপিডি-১ সার্কুলার লেটার নং-২৩, তারিখঃ ২৯ জুন, ২০২৬।

সম্মানিত সদস্যগণ আপনাদের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্রোক্ত সার্কুলারের মাধ্যমে বিভিন্ন কারণে আর্থিক সংকটে পতিত হলেও ব্যবসা পরিচালনার সক্ষমতা ও ঋণ পরিশোধের আন্তরিকতা রয়েছে এমন ঋণগ্রহীতাদের নিম্নোক্ত নির্দেশনার আলোকে এককালীন বিশেষ এক্সিট সুবিধা প্রদান করেছেঃ

- ব্যাংকসমূহের খেলাপী ঋণ আদায়ের নিমিত্ত ৩০ জুন ২০২৬ ভিত্তি তারিখে মন্দ ও ক্ষতিজনক মানে শ্রেণিকৃত ঋণসমূহকে ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদন সাপেক্ষে ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে বিশেষ এক্সিট প্রদান করা যাবে।

- বিদ্যমান ঋণস্থিতির নূন্যতম ৫% ডাউন পেমেন্ট নগদে পরিশোধপূর্বক এক্সিট সুবিধা প্রাপ্তির আবেদন করতে হবে। ঋণগ্রহীতার আবেদন প্রাপ্তির ৬০(ষাট) দিনের মধ্যে ব্যাংক কর্তৃক তা নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

- বিশেষ এক্সিট সুবিধার আওতায় ঋণগ্রহীতাকে সমুদয় দায় এককালীন পরিশোধ করতে হবে।

- ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ /নির্বাহী কমিটি কর্তৃক এক্সিট সুবিধা অনুমদিত হতে হবে। তবে,মূল ঋণ অনূর্ধ্ব ২০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত এক্সিট সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের উপর অর্পণ করা যাবে।

- মন্দ ও ক্ষতিজনক মানে শ্রেণিকৃত ঋণসমূহ যা ৬ আগস্ট ২০২৪ থেকে ৩০ জুন ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত সময়ে পুনঃতফসিল করা হয়েছে, উক্ত ঋণসমূহও এ সার্কুলারের আওতায় বিশেষ এক্সিট সুবিধা প্রাপ্য হবে।

- এক্সিট সুবিধা প্রাপ্ত ঋণ হিসাব কোন অবস্থাতেই পুনঃতফসিলিকরণ/পুনর্গঠন করা যাবে না। এ সুবিধা প্রাপ্তির পর গ্রাহক পাওনা পরিশোধে ব্যর্থ হলে ঋণ আদায়ে ব্যাংক প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

- সুদ মওকুফের ক্ষেত্রে ব্যাংকের তহবিল ব্যয় আদায় নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত শর্তটি এবং রাষ্ট্র মালিকানাধীন বানিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংকের আয় খাত বিকলন করে সুদ মওকুফ করা যাবে না মর্মে আরোপিত শর্ত শিথিল থাকবে।

আপনাদের প্রয়োজনীয় কার্যার্থে এ সংক্রান্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট সার্কুলারগুলো এতদ্সঙ্গে সংযুক্ত করা হলো।

ধন্যবাদান্তে,

30/6/26

মেজর মোঃ সাইফুল ইসলাম, পিএসসি, সিএসসিএম (অবঃ)
সচিব (ভারপ্রাপ্ত)

বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
বাংলাদেশ।
website: www.bb.org.bd

ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ

বিআরপিডি সার্কুলার নং-১৩

তারিখ: ০৮ জুলাই ২০২৪ / ২৪ আষাঢ় ১৪৩১

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক

প্রিয় মহোদয়,

অনাদায়ী ঋণ আদায়/সমন্বয়ে এক্সিট সংক্রান্ত নীতিমালা

ঋণগ্রহীতার ব্যবসা, শিল্প বা প্রকল্প কখনো কখনো বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে বন্ধ হয়ে যায় অথবা লোকসানে পরিচালিত হয়। এরূপ পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট ব্যবসা হতে গ্রাহকের অন্তর্মুখী নগদ প্রবাহ বন্ধ কিংবা কিস্তি পরিশোধের জন্য নগদ প্রবাহ অপর্যাপ্ত হওয়ার প্রেক্ষিতে ব্যাংকের ঋণ আদায় কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হয়। ফলশ্রুতিতে, উক্ত ঋণসমূহ বিরূপমানে শ্রেণিকৃত হয়ে যায় যা ইচ্ছাকৃত ঋণ খেলাপী পর্যায়ে পড়ে না। বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে গ্রাহকের প্রকৃত বিরূপ আর্থিক অবস্থার কারণে ঋণ আদায়ের সম্ভাবনা ক্ষীণ এরূপ ঋণ এক্সিটের আওতায় আদায়/সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এক্সিটের আওতায় ঋণ আদায়/সমন্বয় সংক্রান্ত বিষয়ে কোনো নির্দিষ্ট নীতিমালা না থাকায় ব্যাংকসমূহ এক্সিটের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি বা মানদন্ড অনুসরণ করছে বিধায় এরূপ সুবিধা প্রদানে একটি অভিন্ন নীতিমালা প্রণয়নের আবশ্যকতা পরিলক্ষিত হয়েছে। বর্ণিতাবস্থায়, ঋণ আদায়ের মাধ্যমে ব্যাংকের তারল্য প্রবাহ অব্যাহত রাখা এবং ব্যাংকিং খাতে শ্রেণিকৃত ঋণ হ্রাসকল্পে একটি অনুসরণীয় নীতিমালা জারি করা হলো।

২. সাধারণ নির্দেশনাবলী:

ক) এ নীতিমালা এক্সিট প্রদানের ক্ষেত্রে ন্যূনতম মানদন্ড হিসেবে বিবেচিত হবে। এ নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্য রেখে ব্যাংকসমূহ এক্সিট সংক্রান্ত নিজস্ব নীতিমালা প্রণয়ন করবে যা ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হবে। ব্যাংক কর্তৃক প্রণীতব্য নীতিমালায় এ সার্কুলারে বর্ণিত শর্তাদির চেয়ে নমনীয় কোনো শর্ত যুক্ত করা যাবে না।

খ) ভবিষ্যতে আদায়ের সম্ভাবনা ক্ষীণ এরূপ বিরূপমানে শ্রেণিকৃত ঋণ আদায়ের লক্ষ্যে অথবা নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে প্রকল্প/ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেলে অথবা ঋণগ্রহীতা কর্তৃক প্রকল্প/ব্যবসা বন্ধ করার ক্ষেত্রে নিয়মিত ঋণের এক্সিট সুবিধা প্রদান করা যাবে।

গ) বিদ্যমান ঋণস্থিতির ন্যূনতম ১০% ডাউন পেমেন্ট নগদে পরিশোধপূর্বক এক্সিট সুবিধা প্রাপ্তির আবেদন করতে হবে। ঋণগ্রহীতার আবেদন প্রাপ্তির ৬০(ষাট) দিনের মধ্যে ব্যাংক কর্তৃক তা নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ঘ) ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ/নির্বাহী কমিটি কর্তৃক এক্সিট সুবিধা অনুমোদিত হতে হবে। তবে, মূল ঋণ অনূর্ধ্ব ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত এক্সিট সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের উপর অর্পণ করা যাবে।

ঙ) এ সুবিধার আওতায় সুদ মওকুফের ক্ষেত্রে বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৬ তারিখ: ২১ এপ্রিল ২০২২, বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-১৮ তারিখ: ২৪ মে ২০২২ এবং তদ্‌পরবর্তীতে জারিকৃত সাকুলার/সার্কুলার লেটারের নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে। এক্ষেত্রে, মওকুফযোগ্য সুদ পৃথক ব্লকড হিসাবে স্থানান্তর করতে হবে এবং সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধ/সমন্বয়ের পর ব্লকড হিসাবে রক্ষিত সুদ চূড়ান্ত মওকুফ হিসেবে গণ্য হবে।

চ) এক্সিট সুবিধার আওতায় এক/একাধিক কিস্তিতে ঋণ পরিশোধ করা যাবে। একাধিক কিস্তিতে ঋণ পরিশোধ ক্ষেত্রে ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে পরিশোধসূচি প্রণয়ন করতে হবে। ঋণ পরিশোধের মেয়াদ সাধারণভাবে ২(দুই) বছরের অধিক হবে না। তবে, পরিচালনা পর্ষদ যুক্তিসঙ্গত কারণ বিবেচনায় সর্বোচ্চ আরও ১(এক) বছর সময় বৃদ্ধি করতে পারবে।

চলমান পাতা/০২

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠা হতে

৩. বিশেষ নির্দেশনাবলী:

ক) এক্সিট সুবিধা গ্রহণকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/কোম্পানীর ঋণের দায় সম্পূর্ণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত এক্সিট পূর্ববর্তী ঋণের শ্রেণিমান বহাল থাকবে। খেলাপী ঋণগ্রহীতাগণ যথানিয়মে খেলাপী ঋণগ্রহীতা হিসেবে চিহ্নিত হবেন এবং উক্ত ঋণ হিসাবের তথ্য পূর্ববর্তী শ্রেণিমানের ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো 'Exit (SS, DF, BL)' হিসেবে প্রযোজ্যতা অনুযায়ী রিপোর্ট করতে হবে। তবে, নিয়মিত ঋণে এক্সিট সুবিধা প্রদান করা হলে 'Exit' হিসেবে রিপোর্ট করতে হবে।

খ) এ সুবিধা বিআরপিডি সার্কুলার নং-১৬/২০২২ এর আওতায় পুনঃতফসিল/পুনর্গঠন হিসেবে গণ্য হবে না।

গ) এক্সিট সুবিধা গ্রহণকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/কোম্পানীকে উক্ত ঋণ সম্পূর্ণ পরিশোধ/সমন্বয়ের পূর্ব পর্যন্ত কোনোরূপ নতুন ঋণ সুবিধা প্রদান করা যাবে না।

ঘ) এক্সিট সুবিধার আওতায় অবলোপনকৃত ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৪/২০২৪ এর নির্দেশনা অনুসরণীয় হবে।

ঙ) ঋণের বিপরীতে যথানিয়মে প্রভিশন সংরক্ষণ করতে হবে এবং ঋণ সমন্বয়ের পূর্বে ঋণের বিপরীতে গৃহীত জামানত অবমুক্ত করা যাবে না। তবে, ব্যাংক, গ্রাহক ও ক্রেতা আগ্রহী হলে ত্রিপক্ষীয় চুক্তির মাধ্যমে আলোচ্য ঋণের বিপরীতে বন্ধকীকৃত সম্পত্তি বিক্রির মাধ্যমে ঋণ সমন্বয় করা যাবে।

চ) এক্সিট সুবিধা প্রাপ্তির পর গ্রাহক পাওনা পরিশোধে ব্যর্থ হলে ঋণ আদায়ে ব্যাংক প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৪. ইসলামী শরীয়াহ্ ভিত্তিক ব্যাংকসমূহ উপরোক্ত নীতিমালা অনুসরণ করে তাদের নিয়মিত ও বিরূপমানে শ্রেণিকৃত বিনিয়োগ আদায়/সমন্বয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

৫. ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ৪৫ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এ নির্দেশনা জারি করা হলো।

৬. এ নির্দেশনা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(মোহাম্মদ শাহরিয়ার সিদ্দিকী)
পরিচালক (বিআরপিডি)
ফোন: ৯৫৩০২৫২

বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
বাংলাদেশ।
website: www.bb.org.bd

ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ

বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-০৫

তারিখ: ১০ মার্চ ২০২৫ / ২৪ ফাল্গুন ১৪৩১

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক

প্রিয় মহোদয়,

অনাদায়ী ঋণ আদায়/সমন্বয়ে এক্সিট সংক্রান্ত নীতিমালা

উপর্যুক্ত বিষয়ে বিআরপিডি সার্কুলার নং-১৩ তারিখ: ০৮ জুলাই ২০২৪ এর প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে।

০২। উক্ত সার্কুলারে বর্ণিত নির্দেশনার পরিমার্জন, অধিকতর স্পষ্টীকরণ এবং এর যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সার্কুলারের অনুচ্ছেদ ২(গ), ২(ঘ) ও ৩(চ) নিম্নরূপভাবে প্রতিস্থাপন করা হলো:

'২(গ) বিদ্যমান ঋণস্থিতির ন্যূনতম ৫% ডাউন পেমেন্ট নগদে পরিশোধপূর্বক এক্সিট সুবিধা প্রাপ্তির আবেদন করতে হবে। ঋণগ্রহীতার আবেদন প্রাপ্তির ৬০(ষাট) দিনের মধ্যে ব্যাংক কর্তৃক তা নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।'

'২(ঘ) ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ/নির্বাহী কমিটি কর্তৃক এক্সিট সুবিধা অনুমোদিত হতে হবে। তবে, মূল ঋণ অনূর্ধ্ব ২০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত এক্সিট সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের উপর অর্পণ করা যাবে।'

'৩(চ) এক্সিট সুবিধা প্রাপ্ত ঋণ হিসাব কোনো অবস্থাতেই পুনঃতফসিলিকরণ/পুনর্গঠন করা যাবে না। এ সুবিধা প্রাপ্তির পর গ্রাহক পাওনা পরিশোধে ব্যর্থ হলে ঋণ আদায়ে ব্যাংক প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।'

৩। ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ৪৫ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এ নির্দেশনা জারি করা হলো।

৪। এ নির্দেশনা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(মোহাম্মদ শাহরিয়ার সিদ্দিকী)
পরিচালক (বিআরপিডি)
ফোন: ৯৫৩০২৫২

ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা।
website: www.bb.org.bd

বিআরপিডি সার্কুলার নং- ০৬

তারিখঃ ২১ এপ্রিল ২০২২ / ০৮ বৈশাখ ১৪২৯

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক

প্রিয় মহোদয়,

সুদ মওকুফ সম্পর্কিত নীতিমালা।

উপর্যুক্ত বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের তৎকালীন ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ বিভাগ কর্তৃক ১৮ আগস্ট ১৯৯১ তারিখে জারিকৃত বিসিডি সার্কুলার লেটার নং-২৪ এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে। উক্ত সার্কুলার লেটারের ৩ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত নির্দেশনার আলোকে ব্যাংকসমূহ ঋণের সুদ মওকুফ করতে পারে। বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণ বহির্ভুত কারণে যেমনঃ ঋণগ্রহীতার মৃত্যু, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারী, মড়ক, নদী ভাঙ্গন, দুর্দশাজনিত কারণে বা বন্ধ প্রকল্প ইত্যাদি কারণে ব্যাংক কর্তৃক ঋণের সুদের সম্পূর্ণ অংশ বা অংশবিশেষ মওকুফ সুবিধা প্রদানের সুযোগ রয়েছে। সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, বর্ণিত বিশেষ পরিস্থিতি বিবেচনায় না নিয়ে ব্যাংক কর্তৃক বিভিন্ন গ্রাহকের অনুকূলে প্রায়শই সুদ মওকুফ সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। এতে করে, সুদ মওকুফ সুবিধা পাওয়ার লক্ষ্যে গ্রাহকদের মাঝে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ব্যাংকের পাওনা পরিশোধে অনাগ্রহ সৃষ্টি হতে পারে যা ব্যাংকিং খাতে সার্বিক ঋণ শৃঙ্খলার পরিপন্থী।

০২। বর্ণিতাবস্থায়, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ব্যাংকের পাওনা পরিশোধে গ্রাহকদের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি, সামগ্রিক ঋণ শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণকল্পে ব্যাংকিং খাতে ঋণের (ইসলামী শরিয়া ভিত্তিক ব্যাংকগুলোর ক্ষেত্রে বিনিয়োগ) আরোপিত, অনারোপিতসহ সকল প্রকার সুদ (ইসলামী শরিয়া ভিত্তিক ব্যাংকগুলোর ক্ষেত্রে মুনাফা) মওকুফের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত নির্দেশনাসমূহ অনুসরণীয় হবেঃ

(ক) মূল ঋণ (আসল) মওকুফ করা যাবে না।

(খ) জাল-জালিয়াতির মাধ্যমে সৃষ্ট ঋণ এবং ইচ্ছাকৃত খেলাপি ঋণগ্রহীতার ঋণ এর সুদ মওকুফ করা যাবে না।

(গ) ব্যাংকের আয় খাত বিকলন করে সুদ মওকুফ করা যাবে না।

(ঘ) ঋণের সুদ মওকুফ সুবিধা ব্যাংকের পরিচালক পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে। তবে, ১০ (দশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত মূল ঋণের সুদ মওকুফ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের উপর অর্পণ করা যাবে।

(ঙ) সুদ মওকুফের ক্ষেত্রে ব্যাংকের তহবিল ব্যয় আদায় নিশ্চিত করতে হবে। তবে, নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে তহবিল ব্যয় আদায় সংক্রান্ত শর্ত শিথিল করা যেতে পারেঃ

(১) ৩ (তিন) বছর যাবৎ বন্ধ রয়েছে এরূপ প্রকল্পের ক্ষেত্রে;

(২) ঋণের জামানত, সহজামানত, প্রকল্প সম্পত্তি এবং প্রকল্প উদ্যোক্তাগণের ব্যক্তিগত সম্পদ বিক্রয় হতেও তহবিল ব্যয় আদায় করা সম্ভবপর না হলে;

(৩) পাওনা আদায়ের লক্ষ্যে আইনগত ব্যবস্থাসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের পরও পাওনা আদায় করা না গেলে;

(৪) ঋণগ্রহীতার মৃত্যু অথবা প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারী, মড়ক, নদী ভাঙ্গন বা দুর্দশাজনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ঋণগ্রহীতা যৌক্তিক কারণে ঋণ পরিশোধে অপারগ হলে।

[তহবিল ব্যয় বলতে যে সময়ের/বছরের সুদ মওকুফ করা হবে সে সময়ের/বছরের ৩১ ডিসেম্বর ভিত্তিক তহবিল ব্যয়কে বুঝাবে।]

চলমান পাতা/০২

(চ) অনুচ্ছেদ '০২(ঙ)' এ বর্ণিত এক বা একাধিক কারণে তহবিল ব্যয় আদায়ের শর্ত শিথিল করার যৌক্তিকতা নিশ্চিতকরণে ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের মাধ্যমে নিরীক্ষা করত হেড অব ইন্টারনাল কন্ট্রোল অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স (এইচআইসিসি) এর মতামত গ্রহণ করতে হবে।

(ছ) যে সকল ঋণের ক্ষেত্রে আর্থিক বিবরণী (Financial Statements) প্রণয়নের আবশ্যকতা রয়েছে, সে সকল ঋণের সুদ মওকুফের ক্ষেত্রে ব্যাংক আবশ্যিকভাবে ঋণগ্রহীতার বিগত ৩ (তিন) বছরের আর্থিক বিবরণী পর্যালোচনা করবে। আর্থিক বিবরণী পর্যালোচনায় বিবেচনাধীন সময়ের সামষ্টিক কর পরবর্তী নিট মুনাফা অথবা সর্বশেষ নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী অনুযায়ী Owners' Equity ইতিবাচক পরিলক্ষিত হলে সুদ মওকুফ করা যাবে না।

(জ) সুদ মওকুফ করা হলে ব্যাংকের নিজস্ব আর্থিক অবস্থার উপর কিরূপ প্রভাব পড়বে তা পর্যালোচনা করতে হবে। সে লক্ষ্যে ব্যাংকসমূহ নিজস্ব মূলধন পর্যাপ্ততা, Profitability সহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক সূচক বিবেচনায় নিয়ে অধিক মাত্রায় Due Diligence প্রয়োগ করবে।

(ঝ) ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ধারা ২৮ এর পরিপালন নিশ্চিতকরণসহ অন্য কোন ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালক, এবং তার পরিবারের সদস্যবর্গ বা পরিচালকের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ঋণের সুদ মওকুফের ক্ষেত্রে অবশ্যই বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

০৩। রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক ও বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহ কর্তৃক সুদ মওকুফের ক্ষেত্রে এ সার্কুলারে বর্ণিত নির্দেশনাসহ সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে জারিকৃত নির্দেশনা পরিপালনীয় হবে।

০৪। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বিশেষ উদ্দেশ্যে বিশেষ খাত/সময়ের জন্য সুদ মওকুফ সংক্রান্ত কোন নির্দেশনা প্রদান করা হলে সে ক্ষেত্রে উক্ত নির্দেশনা পরিপালনীয় হবে।

০৫। এ নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রতিটি ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে সুদ মওকুফ সংক্রান্ত নিজস্ব নীতিমালা প্রণয়ন করবে।

০৬। ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ৪৯(১)(চ) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এ নির্দেশনা জারি করা হলো।

এ নির্দেশনা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(মাকসুদা বেগম)
মহাব্যবস্থাপক
ফোনঃ ৯৫৩০২৫২

ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা।
website: www.bb.org.bd

বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং- ১৮

তারিখ: ২৪ মে ২০২২ / ১০ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক

প্রিয় মহোদয়,

সুদ মওকুফ সম্পর্কিত নীতিমালা প্রসঙ্গে।

শিরোনামোক্ত বিষয়ে বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৬; তারিখ: ২১ এপ্রিল ২০২২ এর প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে। উল্লিখিত সার্কুলারের মাধ্যমে জারিকৃত সুদ মওকুফ সংক্রান্ত নীতিমালা অবলোপনকৃত ঋণের সুদ মওকুফের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে কি না এ বিষয়ে অস্পষ্টতা নিরসনকল্পে এ মর্মে সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, তফসিলি ব্যাংকের অবলোপনকৃত ঋণের সুদ মওকুফের ক্ষেত্রেও উক্ত নীতিমালা অনুসরণীয় হবে। এছাড়া, সার্কুলারে বর্ণিত নির্দেশনা যথাযথ বাস্তবায়নে উল্লিখিত সার্কুলারের অনুচ্ছেদ নং- ২(গ), ২(চ) ও ২(ঝ) নিম্নরূপভাবে প্রতিস্থাপন করা হলো:

২(গ)। রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংকের আয় খাত বিকলন করে সুদ মওকুফ করা যাবে না।

২(চ)। অনুচ্ছেদ নং-'০২(ঙ)' এ বর্ণিত ক্ষেত্র ব্যতীত অপরিহার্য ক্ষেত্রে তহবিল ব্যয় আদায়ের শর্ত শিথিল করার জন্য এর যৌক্তিকতা নিশ্চিতকরণে ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের মাধ্যমে নিরীক্ষা করত হেড অব ইন্টারনাল কন্ট্রোল অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স (এইচআইসিসি) এর মতামত গ্রহণ করতে হবে।

২(ঝ)। এ নীতিমালা অনুসরণপূর্বক কোন ব্যাংক-কোম্পানীর পরিচালক, এবং তার পরিবারের সদস্যবর্গ বা পরিচালকের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত ঋণের সুদ মওকুফের ক্ষেত্রে ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ধারা ২৮ এর পরিপালন নিশ্চিত করতে হবে।

ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ৪৯(১)(চ) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এ নির্দেশনা জারি করা হলো এবং এ নির্দেশনা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(মাকসুদা বেগম)
মহাব্যবস্থাপক
ফোনঃ ৯৫৩০২৫২